সংবাদ
তারিখ 21 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাবিতে সেনা পুলিশ ছাত্র সংঘর্ষ : আহত শতাধিক

আজ ধর্মঘট : দাবি না মানলে লাগাতার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সেনা সদস্যদের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল সোমবার বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ নীলক্ষেত মোড় থেকে কার্জন হল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে পুরো ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় পুলিশের শর্টগানের গুলি, বেধড়ক লাঠিচার্জ, রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাসে ছাত্র-পুলিশসহ প্রায় শতাধিক আহত হন। দায়িত্ব পালনকালে আহত হন ৫ সাংবাদিকও। গুরুতর আহতদের মধ্যে প্রায় ৭০ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাত ১টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থেমে থেমে সংঘর্ষ চলছিল। সংঘর্ষের পর ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। তবে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা না হলে ধর্মঘট লাগাতার চলতে পারে বলে জানা।

ঢাবিতে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ২

ঢাবিতে : ছাত্র সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছে। সংঘর্ষ শুরুর পর ক্যাম্পাসে শত শত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও গোয়েন্দা সূত্র জানায়, গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃবিভাগীয় ফুটবল খেলা চলছিল। মাঠের অদূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামে (শরীরচর্চা কেন্দ্র) রয়েছে সেনাক্যাম্প। ওই ক্যাম্পের কয়েকজন সেনা সদস্য খেলার মাঠে খেলা দেখছিল। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বৃষ্টির সময় এক ছাত্রের সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সেনা সদস্যরা ওই ছাত্রকে মারধর করে। এতে ছাত্ররা উত্তেজিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এরপর একজন শিক্ষকের সহযোগিতায় পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও সেনাক্যাম্প থেকে কয়েকজন সেনা সদস্য মাঠে গিয়ে আবার ৪ ছাত্রকে আটক এবং মারধর করে।

সেনা সদস্যদের হাতে ছাত্র প্রহৃত হওয়ার খবর ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন হল থেকে শত শত ছাত্র সেখানে ছুটে যায়। এরপরই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে সেনাক্যাম্প উঠিয়ে নেয়ার দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

সংঘর্ষ চলার সময় ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে বিভিন্ন হলের সামনে চেয়ার-টেবিল জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও শর্টগানের গুলি, টিয়ারগ্যাস ও ব্যাপক লাঠিচার্জ করে ছাত্রদের হামলার জবাব দেয়। এক পর্যায়ে ছাত্ররা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রাত ৮টার পর প্রায় ১ হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমনেশিয়ামের সেনাক্যাম্পের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে। তারা সেনাক্যাম্প লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবি জানায়। এ সময় কয়েকশ পুলিশ সেনাক্যাম্পের সামনে ছাত্রদের মিছিলের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। ছাত্ররা পাল্টা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলের ছবি তুলতে গেলে কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন। এরপর ছাত্ররা ক্যাম্পাস, টিএসসি, ভিসির বাস ভবনের সামনে, সূর্যসেন হলসহ বিভিন্ন ছাত্রাবাসের সামনে জড়ো হয়ে মিছিল করে। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের মিছিলে ওপর লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা কাঁটাবন, নীলক্ষেত, শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর, চানখারপুল, শাহবাগ এলাকায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশের হামলা ঠেকানোর চেষ্টা করে। এ নিয়ে ছাত্র-পুলিশ দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়।

সূত্র জানায়, ছাত্ররা রাত ১০টার দিকে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ভিসির বাসভবনের সামনে ও ফুলার রোড, জগন্নাথ হল, বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় মিছিল করে। এ সময় ভাঙচুর করে। রাত সোয়া ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত নীলক্ষেত, কাঁটাবন, জহুরুল হক, সূর্যসেন হলসহ পুরো ক্যাম্পাসে খণ্ড খণ্ড মিছিল ও পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে পুলিশ রায়টকার (জলকামান) নিয়ে ছাত্রদের লক্ষ্য করে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা পাল্টা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে সামনে অগ্রসর হয়। তারা ক্যাম্পাস থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে নানা স্লোগান দেয়। তখন পুলিশ তাদের পিছু ধাওয়া করে। ছাত্ররা দৌড়ে হলে ঢুকে মিছিল করার চেষ্টা করলে পুলিশ হলে গিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্ররা সব বাধা উপেক্ষা করে মিছিল করতে থাকে। গভীর রাত পর্যন্ত ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল চলে।

ছাত্রদের অভিযোগ, সেনা সদস্যদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মেহেদী, দিপু, শুভাত, মারুফ ও শফিক আহত হয়। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, যৌথ বাহিনীর সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়।

কয়েকজন ছাত্র জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সঙ্গে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের আন্তঃবিভাগ ফুটবল খেলা চলার সময় সেনা সদস্যরা বিনা উস্কানিতে ছাত্রদের মারধর ও গালগাল করে।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্ররা হলের আসবাবপত্র বের করে হলের সামনে এনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই সময় ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করার জন্য বিভিন্ন স্লোগান দেয়।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষ ঠেকাতে গতকাল বিকেলে কর্তৃপক্ষ সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সেনাক্যাম্প গিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্রদের জানান, ঘটনার জন্য সেনা সদস্যরা দুঃখ প্রকাশ করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা কমিটির সভাপতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক খেলার মাঠে গিয়েছিলেন। তারা ছাত্রদের শান্ত করার চেষ্টা করেন।